আজকের কাগজ

তারিখ 19 SEP 1991
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

19 SEP 1991

67

শিক্ষা পরিবেশ পরিষদের সঙ্গে হাসিনার সভা

'সরকার আন্তরিক হলেই শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দমন সম্ভব'

কাগজ প্রতিবেদক : আওয়ামী লীগ সভানেত্রী জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বর্তমান সরকার আন্তরিক হলেই শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দমন সম্ভব। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনার লক্ষ্যে আমরা সন্ত্রাস দমনে সরকারকে সহযোগিতা করতে চাই। সন্ত্রাস ও রাজনীতি এক সঙ্গে চলতে পারে না। গতকাল বুধবার বঙ্গবন্ধু ভবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিবেশ পরিষদের সঙ্গে এক সভায় তিনি এ কথা বলেন।

সভায় বক্তব্য রাখেন উপাচার্য মনিরুজ্জামান মিয়া, জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট ডঃ পরেশ চন্দ্র মণ্ডল, সলিমুল্লাহ হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক কামরুল আহসান, আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমদ, মেসবাহ উদ্দিন আহমদ এমপি, ছাত্রনেতা শাহে আলম, ফজলুল হক মিলন, নাজমুল হক প্রধান, রাগীব আহসান মুন্না, আবদুস সাত্তার খান, মোশাররফ হোসেন, মোশরেফা মিশু প্রমুখ। সভায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদিকা সাজেদা চৌধুরী, ওবায়েদুল কাদের, মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, মুকুল বোস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

শেখ হাসিনা বলেন, ডাঃ মিলনকে হত্যার পেছনে সত্যিকারভাবে কারা জড়িত ছিলো এবং যাদের বিরুদ্ধে চার্জশীট হয়েছে তদন্তের মাধ্যমে তাদের সবার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। একই সঙ্গে ছাত্রী মিছিলে হামলা, আসলাম, মুন্না, বসুনিয়া, কনক, চুন্নুসহ সকল হত্যার বিচার করতে হবে।

শেখ হাসিনা বলেন, ভিসি অফিসে হামলা এবং জগন্নাথ হলে পুলিশ ও সাদা পোশাকধারীদের হামলার বিচার করতে হবে। কেন বার বার একজন ভিসিকে অপমানের বোঝা নিয়ে যেতে হয়, তা নিয়ে সবার ভাবা উচিত। কোনো অদৃশ্য শক্তি জাতীয় ও ছাত্র রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালাচ্ছে তা নিয়ে আপনারা ভাববেন। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, একই সঙ্গে ১৪টি হলে তল্লাশি করলে জনমনে কোনো প্রশ্নের সৃষ্টি হতো না। চ্যান্সেলর, ভাইস চ্যান্সেলর, প্রভোস্ট কাউকে কিছু না জানিয়ে হঠাৎ করে একটি হলে তল্লাশির পেছনে কোন্ ষড়যন্ত্র লুকিয়ে আছে তা জাতি জানতে চায়। তিনি বলেন, সন্ত্রাস করে শিক্ষাঙ্গনে আধিপত্য বিস্তারের চিন্তা যদি কারো থাকে তা পরিহার করতে হবে। আমি বিশ্বাস করি এদেশের পুলিশ বাহিনী অত্যন্ত শক্তিশালী। সরকার ইচ্ছে করলেই সকল সন্ত্রাস দমন করতে পারে।

শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগ এদেশের গণতান্ত্রিক সংগঠন। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমরা সবসময় সোচ্চার। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্যে আমাকে জীবন দিতে হলেও আমি আমার অবস্থান থেকে নড়বো না।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, পুলিশ ও সরকার সহযোগিতা না করলে অবৈধ অস্ত্র কিভাবে আসে? তিনি প্রশ্ন করেন ডাঃ মিলন হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে চার্জসীট দাখিল করতে কেন ৮ মাস দেরি করা হলো, এই প্রশ্ন আপনাদের সবার কাছে।

শেখ হাসিনা বলেন, এরশাদ আমলে ছাত্রদের ওপর যতো মামলা দায়ের করা হয়েছে তা প্রত্যাহার করতে হবে। ছাত্রনেতারা তাদের বক্তব্যে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সন্ত্রাস দমনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি মনিরুজ্জামান মিঞা বলেন, সন্ত্রাসের কারণে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা জীবন হুমকির সম্মুখীন। বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস একটা রাজনৈতিক সমস্যা। কারণ সন্ত্রাসীরা কোনো না কোনোভাবে রাজনৈতিক দলগুলোকে ব্যবহার করছে। তিনি রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, আমি সন্ত্রাস দমনে সকল দলের সহযোগিতা চাই।

আওয়ামী লীগের তোফায়েল আহমদ বলেন, আজ সারাদেশের জনগণ সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি। আমাদের নেত্রীর ওপর হামলার পর তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রত্যাহার করার পেছনে ষড়যন্ত্র রয়েছে।